দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6/7/80 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা
ঢাকা ঃ রোববার, ২২শে আষাঢ় ১৩৮৭ ঃ ৬ই জুলাই, ১৯৮০

জাতীয় বিজ্ঞান নীতি

আমাদের দেশে বিজ্ঞানী আছেন অনেক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক গবেষণাগারও বড় একটা কম নেই। তাতে অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষক নিয়োজিত রয়েছেন গবেষণার নামে। দু-একটা গবেষণায় চমকপ্রদ সাফল্যের কথাও কানে আসে। কিন্তু সব মিলিয়ে অনেক বিজ্ঞানী ও অনেকগুলো গবেষণাগারে যে কাজ হয় তা দেশের সম্মুখ যাত্রার ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখে সে প্রশ্ন অবশ্য তোলা যায়। দেশের কৃষি শিল্প অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান আজো এরা রাখতে পারেননি।

এর একটা প্রধান কারণ জাতীয় বিজ্ঞান নীতির অভাব। এদেশে এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হয়নি; কোনো নির্দিষ্ট নীতির আওতায় আনা হয়নি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা। নীতি ও লক্ষ্যের এই অভাবেই বিজ্ঞান চর্চা এখনো এদেশে অন্ধকারে মাথা কুটে মরছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রগতি ঘটছে না এবং তা দেশের কল্যাণে লাগানো যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় গত শনিবার দেশের প্রথম বিজ্ঞান নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গণি বলেছেন যে, দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টকে চেয়ারম্যান করে নয় বাক্তি বিশিষ্ট একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল বিভিন্ন গবেষণাগার পরিচালনা ও সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় বিধান করবে। এ ছাড়া গঠন করা হবে একটা জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন—যার মাধ্যমে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ তৎপরতা বাড়ানো হবে।

আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের একটা বিজ্ঞান নীতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই নীতি অনুযায়ী যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল গঠিত হবে তা আমাদের দেশের ও যুগের প্রয়োজনের আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্য যেমন স্থির করতে পারবে তেমনি তা বিভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে সমন্বয় সাধনও করতে পারবে। এই দুটো বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য কি সেটা স্থির করা প্রয়োজন। এখন আমাদের এমন অবস্থা নয় যে, আমরা বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিক নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হতে পারি; অথবা চন্দ্র কিংবা মঙ্গল গ্রহে পাড়ি জমানোর উপযোগী গবেষণা কর্মে রত হতে পারি। এখন আমাদের সেই সব বিষয়ে গবেষণা করতে হবে যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাকে সহজতর করতে পারে; দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। আমাদের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে এমন গবেষণাই আমাদের এখন প্রয়োজন।

সেই সঙ্গে দেশের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়টাও অপরিহার্য। এখন দেশে যে সব গবেষণাগার আছে তার মধ্যে ছিটেফোঁটাও সমন্বয় নেই। একই বিষয়ে একাধিক গবেষণাগারে গবেষণাও তাই বিচিত্র নয়। কিন্তু এটা অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় মাত্র। একটি কাউন্সিলের মাধ্যমে সবগুলো গবেষণাগারকে পরি-চালনা করা হলে সমন্বয়হীনতার এই সমস্যা দূর হবে এবং আমাদের বিজ্ঞান চর্চা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবে বলে আশা করা যায়।

বিজ্ঞান নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার করুন অবস্থার দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে হবে। শহরের কয়েকটি স্কুল-কলেজ ছাড়া গ্রাম-মফস্বলের স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্ভাবনা দারুণভাবে সীমিত। উচ্চতর পর্যায়েও বিজ্ঞান শিক্ষা অনেকটা পাঠ্যবই মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের সৃজন-শীল শিক্ষা ও চর্চা নেইবললেইচলে। এই পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন দরকার।